ফ্যাসাদ

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহহির রহমানুর রাহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু "ফ্যাসাদ"। মূল তিনটি অক্ষর""ফা", "সিন"ও "দাল" দ্বারা গঠিত শব্দ সমূহ চারটি ফরমে পবিত্র কুরানুল করীমে ৫০ বার এসেছে।

" ফ্যাসাদ "শব্দের অর্থ 'অশান্তি','অনিষ্ট', 'বিপর্যয়', 'ধ্বংস' ইত্যাদি। পবিত্র কোরআন মজীদে আদ, সামুদ, ফেরাউন, নূহের কওমের ধ্বংসের ঘটনা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল কারন তা সমাজে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করেছিল। তেমনি কারুনকেও

একই কারনে ধ্বংস করা হয়েছিল। ইয়াজুজ মাজুজ গোষ্ঠীকে আটকিয়ে রাখা হয়েছে কারন তারা সমাজে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করেছিল।

পবিত্র কুরানুল করীমে আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

১। <u>মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়াইয়া পড়ে।</u>

সুরা ৩০আর রুম,আয়াতঃ৪১

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ

لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤١﴾

মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়াইয়া পড়ে; যাহার ফলে উহাদেরকে উহাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে।

২। আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হইয়া যাইত।

সুরা ০২ আল বাকারা, আয়াতঃ২৫১

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَ
الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ
لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٥١﴾

সুতরাং তাহারা আল্লাহ্‌র হুকুমে উহাদের পরাভূত করিল ; দাউদ জালূতকে সংহার করিল, আল্লাহ্‌ তাহাকে রাজত্ব ও হিক্‌মত দান করিলেন এবং যাহা তিনি ইচ্ছা করিলেন তাহা তাহাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ্‌ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ্‌ জগতসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল।

৩।তাহারা (ইয়াহুদীরা) দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করিয়া বেড়ায়; আল্লাহ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্তদেরকে ভালবাসেন না।

সুরা ৫ আল মায়েদা,আয়াতঃ৬৪

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ؕ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَ لُعِنُوْا بِمَا
قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ وَ لَيَزِيْدَنَّ
كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ؕ وَ اَلْقَيْنَا
بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا
نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ؕ وَ اللّٰهُ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٤﴾

ইয়াহূদীরা বলে, 'আল্লাহ্‌র হাত রুদ্ধ'; উহারাই রুদ্ধহস্ত এবং উহারা যাহা বলে তজ্জন্য উহারা অভিশপ্ত, বরং আল্লাহ্‌র উভয় হস্তই প্রসারিত; যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন। তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও কুফরী বৃদ্ধি করিবেই। তাহাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করিয়াছি। যতবার তাহারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করে ততবার আল্লাহ্ উহা নির্বাপিত করেন এবং তাহারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করিয়া বেড়ায়; আল্লাহ্ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্তদেরকে ভালবাসেন না।

৪।যদি তোমরা (মুসলিমরা) উহা (কাফেরদের দমন) না কর তবে দেশে ফিতনা ও মহাবিপরযয় দেখা দিবে।

সুরা ৮ আনফাল,আয়াতঃ৭৩

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴿٧٣﴾

যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, যদি তোমরা উহা না কর তবে দেশে ফিত্না ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।

৫।আল্লাহ অবশ্যই অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সমর্থন করেন না।

সুরা ১০ ইউনুস,আয়াতঃ৮১

فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾

অতঃপর যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল তখন মূসা বলিল, 'তোমরা যাহা আনিয়াছ তাহা জাদু, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ উহাকে অসার করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ অবশ্যই অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না।'

৬।(আল্লাহতা'য়লা মাদায়ান সম্প্রদায়ের নিকট নবী শুয়াইবকে পাঠিয়েছিলেন)(শুয়াইব তাঁর কওমকে বলেছিল) পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না।

সুরা ১১ হুদ,আয়াতঃ৮৫

وَ يٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تَبْخَسُوا

النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٨٥﴾

'হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপিও ও ওজন করিও, লোকদেরকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না।

৭।(পূর্বের লোকদের) মধ্যে অল্প কতক ব্যাতীত সজ্জন ছিল না, যাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইতে নিষেধ করিত।

সুরা হুদ,আয়াতঃ ১১৬

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ

الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ

ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿١١٦﴾

তোমাদের পূর্বযুগে আমি যাহাদেরকে রক্ষা করিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে অল্প কতক ব্যতীত সজ্জন ছিল না, যাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইতে নিষেধ করিত। সীমালংঘনকারীরা যাহাতে সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য পাইত তাহারই অনুসরণ করিত এবং উহারা ছিল অপরাধী।

৮।যুল-কারনাইন , ইয়াজুজ মাজুজদের অশান্তি সৃষ্টি করা হইতে লোকদের রক্ষার জন্য প্রাচীর গড়িয়া দিয়াছিলেন।

সুরা ১৮ আল কাহাফ,আয়াতঃ৯৪

قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ

فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

উহারা বলিল, 'হে যুল-কার্‌নাইন! ইয়াজূজ ও মাজূজ তো পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে। আমরা কি আপনাকে খরচ দিব যে, আপনি আমাদের ও উহাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়িয়া দিবেন' ?

৯। যদি আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকিত, তবে তবে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইত।

সুরা ২১ আল আম্বিয়া, আয়াতঃ২২

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ

عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٢٢﴾

যদি আল্লাহ্ ব্যতীত বহু ইলাহ্ থাকিত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, তবে উভয়েই ধ্বংস হইয়া যাইত। অতএব উহারা যাহা বলে তাহা হইতে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র, মহান।

১০। যাহারা (মুনাফিকরা ও কাফিররা) পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে ,শান্তি স্থাপন করে না।

সুরা ২৬ আশশুয়ারা,আয়াতঃ১৫২

الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿١٥٢﴾

'যাহারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না।'

১১। (সামুদ জাতির কাছে নবী সালেহকে প্রেরণ করা হয়েছিল) আর সেই শহরে(সামুদ জাতির শহরে) নয় ব্যাক্তি বিপর্যয় সৃষ্টি করিত।

সুরা ২৭ আন নামল,আয়াতঃ৪৮

وَ كَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُوْنَ ﴿٤٨﴾

আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যাহারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করিত এবং সৎকর্ম করিত না।

১২। সে (ফেরাউন) তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

সুরা ২৮ আল কাসাস আয়াতঃ৪

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَ يَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤﴾

ফির'আওন দেশে পরাক্রমশালী হইয়াছিল এবং সেখানকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করিয়াছিল; উহাদের পুত্রগণকে সে হত্যা করিত এবং নারীগণকে জীবিত থাকিতে দিত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

১৩। এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহিও না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না।

সুরা ২৮ আল কাসাস, আয়াতঃ৭৭

وَ ابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا وَ اَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي
الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۷۷﴾

'আল্লাহ্ যাহা তোমাকে দিয়াছেন তদ্দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া হইতে তোমার অংশ ভুলিও না; তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহিও না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।'

১৪।(জান্নাত) আমি নির্ধারিত করি তাহাদের জন্য যাহারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হইতে এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহে না।

সুরা ২৮ কাসাস,আয়াত ৮৩

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ
وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۸۳﴾

ইহা আখিরাতের সেই আবাস যাহা আমি নির্ধারিত করি তাহাদের জন্য যাহারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হইতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহে না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।

১৫। বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও মুত্তাকীগণ সমান নয়।

সুরা ৩৮ সাদ আয়াতঃ২৮

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى

الْاَرْضِ ۫ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾

যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, আমি কি তাহাদেরকে সমান গণ্য করিব? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করিব ?

১৬।(আদ ,সামুদ ও ফেরাউন জাতি) এবং সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল।

সুরা ৮৯ আল ফজর,আয়াতঃ১২

فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾

এবং সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, অতীতে আল্লাহতায়’লা ব্যাক্তি গোষ্ঠী ও জাতিকে ধ্বংস করেছেন কারণ তারা ব্যাক্তিপর্যায়ে,পরিবারে ,সমাজে ও দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। নিজেরা সংশোধনের পথে, আল্লাহ ও নবীদের পথে ফিরে আসেনি। তাদেরকে বার বার কঠিন পরিনতির কথা স্মরণ করে দেওয়ার পর, তারা উপেক্ষা করেছিল -ফলে দুনিয়াতে তাদের কঠিন আযাব পাকড়াও করেছিল এবং আখেরাতে তাদের ঠিকানা জাহান্নাম।

আসুন আমরা সতর্ক হয়ে যাই অতীতের গুনাহর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সঠিক রাস্তায় ফিরে আসি- আশা করা যায় আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

....